প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড় পত্র

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

সবার জন্য শিক্ষা

আপনার ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠান
লেখাপড়ার খরচের দায়িত্ব সরকারের

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

এখন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিমাসে ১০০ থেকে ১২৫ টাকা হারে নগদ বৃত্তি লাভ করবে।

ডিজাইন ও অঙ্গসজ্জা ঃ রংধনু এ্যাডভার্টাইজার্স

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তিহার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের "প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প" গ্রহণের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

শিশু সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করার প্রবনতা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেশ প্রকট। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছাড়াও এর মূল কারন আর্থিক সংকট। ফলে শিশুশ্রমসহ বিভিন্ন গৃহস্থালী কাজে তারা শিশুদের নিয়োজিত করে। এতে সম্ভাবনাময় বহু শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এ প্রকল্পটি ঐসব শিশুর শিক্ষার্জনের সুযোগকে উন্মুক্ত করবে বলে আমি মনেকরি।

আমি কল্যাণ মুখী এ প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সমধিক গুরুত্ব প্রদানের নিমিত্তে ১৯৯২ সালে তৎকালীন সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ" নামে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করে। শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন না করা, ভর্তির পর শ্রেণীতে নিয়মিত উপস্থিত না থাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত না করে জীবিকা অর্জনের তাগিদে বিপজ্জনক ও ভারী কায়িক শ্রমসহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রাখার অন্যতম কারণ দারিদ্র। গ্রামীন এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৩ সাল থেকে সীমিত আকারে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করে। উক্ত প্রকল্প থেকে অপ্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায়। বর্তমান সরকার সবার জন্য শিক্ষার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটিকে সম্প্রসারিত করে জুলাই, ২০০২ থেকে দেশের সকল ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহে খাদ্যের পরিবর্তে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে গৃহীত সরকারের এই সময়োপযোগী কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির সন্তানদের বিদ্যালয়মুখী করার লক্ষ্য নিয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প' চালু করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে তাই আমি স্বাগত জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য সকল যোগ্য শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা, ভর্তি হওয়া শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন করা। এ লক্ষ্য অর্জনে ১৯৯৩ সালে চালু করা হয় "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী"। কিন্তু তা চালু ছিল সীমিত আকারে দেশের মাত্র ২৭ ভাগ এলাকায়। বর্তমানে আমরা সম্প্রসারিত আকারে সারা দেশের সকল ইউনিয়নের প্রায় ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৫৫ লক্ষ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদেরকে এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসে ১০০ (একশত) টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। আমি আশাকরি, এ উপবৃত্তি কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সুদূর প্রসারী অবদান রাখবে।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

বেগম খালেদা জিয়া

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

বাণী

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শতকরা ১০০ ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির লক্ষ্যে সরকার বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ১৯৯২ সাল থেকে "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী" বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের ৪৬০টি উপজেলার শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ ৪৬০টি ইউনিয়নে চালু করা হয় "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী"। এই কর্মসূচীর উত্তরোত্তর ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫৪০টি এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে আরও ২৪৩ টি ইউনিয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে ২০০২ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১২৪৩ টি ইউনিয়নে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' চালু করা হয়।

একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০২ সালের জুলাই থেকে শিক্ষার জন্য খাদ্যের পরিবর্তে উপবৃত্তি প্রকল্প দেশব্যাপী চালু করা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার অধ্যায়নরত ৫৫ লক্ষ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবককে এক সন্তানের জন্য মাসিক ১০০ (একশত) টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয়প্রায় ৬৬৩ কোটি টাকা, যা সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো হবে।

বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসেই প্রথম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর/০২) অর্থ বিতরণ শুরু হবে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ জেলা মনিটরিং অফিসারগণ। প্রকল্পটির মাধ্যমে আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে যা দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় অবদান রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি প্রকল্পটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপিকা (ডা.) তাহমিনা হোসেন

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর ভূমিকা

প্রফেসর এ এম মোসাদ্দেকুল ইসলাম
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠী। প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষাস্তর সমূহের ভিত্তিমূল। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিশুর যথাযথ পরিচর্যা মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশের সংবিধানে গণমূখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, সকল বালক বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দান, শিক্ষাকে সমাজের প্রয়োজনের সংগে সংগতিপূর্ন করা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের ঘোষনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক অংগীকারের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক অংগীকার বিবৃত হয়। মার্চ ১৯৯০ সালে জমতিয়েন-এ 'সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব ঘোষনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শিশুদের জন্য বিশ্ব সম্মেলন, ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নয়টি জনবহুল দেশের জন্য আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষনায় স্বাক্ষরদানকারী অন্যতম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালে সবার জন্য শিক্ষা সম্মেলনের পর বাংলাদেশ সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাশ হয় এবং ১৯৯২ সালে দেশের ৬৮টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে -এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এই সফল বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯৩ সালে সারাদেশ ব্যাপি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সহায়তায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব বিদ্যালয়ে এক শিফট চালু এবং স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম -এর সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া দরকার। বলার অপেক্ষা রাখেনা নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া। গুণগত উৎকর্ষতার দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়নি সে সময় পর্যন্ত। শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি কল্পে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯৩ সালে ''শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী'' গ্রহণ করা হয়। তখন প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (SMC) মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হতো। ফলে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এটার সুফল প্রাথমিক শিক্ষার উপর প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে SMC এর পরিবর্তে ডিলারদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের ফলে বরাদ্ধকৃত খাদ্যশস্য সঠিক পরিমানে সুবিধাভোগীদের হাতে পৌছেনি। তা ছাড়াও তখন, এ কর্মসূচীর আওতায় দেশের ২৭% এলাকার শিশুদের সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হলেও অবশিষ্ট এলাকা বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল, নদী ভাংগা এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চল, দ্বীপ অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা, শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী, অনগ্রসর আদিবাসী, যাযাবর, বেদে সম্প্রদায় ভুক্ত শিশুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। এ সকল ত্রুটি দূর করার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী সকল ইউনিয়নে (মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যাতিত) ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক এই বৃত্তির সুবিধা ভোগ করবে।

তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর পরিবর্তে দেশের সব শ্রেনীর কম সুবিধাভোগীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারন কল্পে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ (একশত) টাকা এবং একাধিক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১২৫ (একশত পচিশ) টাকা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের শতকরা ৪০ ভাগ উপকৃত হবে। এ উপবৃত্তির মোট প্রকল্প ব্যয় ৬৬৩.০০ (ছয়শত তেষট্টি কোটি) টাকা, যা সরকার নিজস্ব উৎস থেকে সংস্থান করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পটির কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিশুরা স্কুল দিবসের শতকরা ৮৫ দিনে উপস্থিত হলে এবং পরীক্ষায় গড়ে ৪০ নম্বর পেলে উপবৃত্তি পাবার জন্য বিবেচিত হবে। গ্রামের অবহেলিত অত্যন্ত দরিদ্র ও বিত্তহীন পরিবার যেমনঃ কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী প্রভৃতি পরিবারের সন্তানরা উপবৃত্তি পাবার জন্য বিবেচিত হবে। উপবৃত্তির সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মা-এর নামে সহজ পদ্ধতিতে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হবে। মা জীবিত না থাকলে পিতা এবং পিতা জীবিত না থাকলে বৈধ অভিভাবকের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি উপবৃত্তির সুবিধাভোগী নির্বাচন করবেন। এর ফলে স্থানীয় জনগন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে আরো নিশ্চিতভাবে সম্পৃক্ত হবে।

উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কারণ এর ফলে পূর্বের খাদ্য সামগ্রী বিতরণে বিভিন্ন জটিলতা নিরসন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত হবে। পরিবারের আয় বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র বিমোচন সহায়ক হবে। মাতাকে উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলনের অধিকার দেয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী ক্ষমতায়নের সহায়ক হবে।

প্রকল্পটি খুবই গণমুখী এবং মহতী একটি প্রকল্প। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এ প্রকল্পটি একটি ইনসেনটিভ কর্মসূচী হিসেবে কাজ করবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আন্তরিকতা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলেই কেবল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সকলের মনে রাখা প্রয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামের দরিদ্র ও বিত্তহীন পরিবারের ছেলেমেয়েদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি চালু হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকী, প্রকৃত দরিদ্র পরিবারের উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করি। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর স্কুলে ভর্তি হার বৃদ্ধি পাবে, ঝরে পড়া হ্রাস পাবে এবং পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমানও উন্নত হবে। এ সবের মিলিত সাফল্য প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

- সমাপ্ত -

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাণী

দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান নির্ণায়ক হলো শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারলে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য দেশে অদ্যাবধি সাড়ে চার কোটিরও বেশী মানুষ শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করা হয় যাতে করে দারিদ্র তথা অভাবের কারণে একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়।

"প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প" নামক এ কর্মসূচীর আওতায় দেশের ৪৬৭ টি উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় ৬৫০০০ (পঁয়ষট্টি হাজার) - সরকারী, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী, কমিউনিটি, স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সরকারী অনুদানে এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৫৫ লক্ষ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর পরিবারকে ১০০ (একশত) ও ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা হারে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে উপবৃত্তির এ অর্থ সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণের হাতে পৌঁছে দেয়া হবে।

প্রাথমিক স্তরে সকল শিশুকে স্কুলে আনতে প্রকল্পটি সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। এজন্য দেশের সকল নাগরিককে প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ এগিয়ে আসতে হবে।

সরকারের এ মহতী উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে আমি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ নির্বাচিত ব্যাংক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর এ এম মোসাদ্দেকুল ইসলাম

সৌজন্যে ঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক